বৈদেশিক কর ক্রেডিট (ধারা ২৪৭)

❖ **উপ-ধারা (১):**

মূল বক্তব্য:
যদি কোনো দ্বৈত কর নিরসন চুক্তি (DTAA) অনুযায়ী কোনো বিদেশি আয়ের জন্য বাংলাদেশে করের বিপরীতে সমন্বয় সুবিধা (credit) পাওয়ার কথা থাকে, তাহলে সেই চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী, করদাতার বাংলাদেশে করযোগ্য পরিমাণ থেকে সেই পরিমাণ **হ্রাস পাবে**।

সহজ ভাষায়:
বাংলাদেশের সাথে যদি কোনো দেশের DTAA থাকে এবং সেখানে বলা থাকে যে করদাতা বিদেশে যে পরিমাণ কর দিয়েছে, সেটা বাংলাদেশে তার ট্যাক্স লায়াবিলিটি থেকে বাদ দেওয়া যাবে, তাহলে সেই পরিমাণ বাংলাদেশে **কম ট্যাক্স দিতে হবে**।

উদাহরণ:

মেহেদী একজন বাংলাদেশি নাগরিক।
তিনি UK-তে ১০,০০,০০০ টাকা সমপরিমাণ লভ্যাংশ আয় করেন।
UK সরকার তার উপর ১৫% হারে কর কাটে = ১,৫০,০০০ টাকা।
বাংলাদেশে ঐ লভ্যাংশের উপর কর হার ধরা হয় ২০% = ২,০০,০০০ টাকা।

এই ক্ষেত্রে মেহেদী বাংলাদেশে ২,০০,০০০ টাকার কর দায় থেকে **১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট পাবেন**।
অর্থাৎ তাকে বাংলাদেশে কেবল **৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত কর** দিতে হবে।

❖ **উপ-ধারা (২):**

মূল বক্তব্য:
যদি করদাতা যেই সময়ের জন্য আয় হয়েছে, সেই সময় **বাংলাদেশের "নিবাসী" না হন**, তাহলে তিনি বৈদেশিক করের বিপরীতে কোনো কর সমন্বয় সুবিধা **পাবেন না**।

সহজ ভাষায়:
যদি আপনি যেই বছরে আয় করেছেন, সেই বছরে **বাংলাদেশের ট্যাক্স রেসিডেন্ট না হন**, তাহলে আপনি **এই সুবিধা নিতে পারবেন না**।

উদাহরণ:

তামান্না ২০২৪-২৫ করবর্ষে কানাডায় ছিলেন ও বাংলাদেশে রেসিডেন্ট ছিলেন না।

তিনি বিদেশে আয় করেছেন এবং করও দিয়েছেন।
তিনি বাংলাদেশে **বৈদেশিক কর ক্রেডিট** দাবি করতে **পারবেন না**, কারণ ঐ সময়ে তিনি **নিবাসী নন**।

❖ **উপ-ধারা (৩):**

মূল বক্তব্য:
বাংলাদেশে যে আয় দ্বৈত করযোগ্য (double-taxed income), তার উপর বাংলাদেশে ধার্য করের **গড় হারের** চেয়ে **বেশি পরিমাণে** বৈদেশিক করের সমন্বয় গ্রহণ **করতে পারবে না**।

সহজ ভাষায়:
আপনি যত টাকা আয় করেছেন, সেই আয়ের উপর বাংলাদেশে গড় ট্যাক্স রেট যা পড়েছে, তার বেশি **ক্রেডিট নিতে পারবেন না**, এমনকি বিদেশে বেশি ট্যাক্স দিয়ে থাকলেও।

উদাহরণ:

আপনি ১০,০০,০০০ টাকা বিদেশে আয় করেছেন।

বাংলাদেশে ঐ আয়ের উপর গড় করহার পড়েছে ১৫% = ১,৫০,০০০ টাকা।

কিন্তু আপনি বিদেশে ২০% কর দিয়েছেন = ২,০০,০০০ টাকা।

আপনি বাংলাদেশে **সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্তই ক্রেডিট নিতে পারবেন**। অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা **ফেরত বা ক্যারি ফরোয়ার্ড করা যাবে না**।

❖ **মূল শর্তাবলি (আয়কর আইন ২০২৩, ধারা ২৪৭ অনুযায়ী):**

- ✓ করদাতা **বাংলাদেশের কর আবাসিক (resident)** হতে হবে।
- ✓ আয়টি **বিদেশে অর্জিত** হতে হবে।
- ✓ ঐ আয়টির উপর **বিদেশে আয়কর পরিশোধ** করতে হবে।
- ✓ বিদেশের সঙ্গে Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) থাকতে হবে অথবা বৈদেশিক করকে বাংলাদেশ আয়কর আইনের "কর" হিসেবে গণ্য করতে হবে।
- ✓ ক্রেডিটের পরিমাণ হবে:

✧ বিদেশে পরিশোধিত কর, অথবা

✧ ঐ আয়ের উপর বাংলাদেশে নির্ধারিত কর,
যে পরিমাণ কম, সেটি গ্রহণযোগ্য।

সারসংক্ষেপ:

উপ-ধারা	কী বলা হয়েছে	সহজ ব্যাখ্যা
২৪৭(১)	DTAA অনুযায়ী কর সমন্বয় অনুমোদনযোগ্য	বিদেশে দেয়া কর বাংলাদেশে কমিয়ে নেবে
২৪৭(২)	আয় অর্জনের সময় নিবাসী না হলে ক্রেডিট পাওয়া যাবে না	বাংলাদেশ রেসিডেন্ট না হলে সুবিধা পাবেন না
২৪৭(৩)	বৈদেশিক কর সমন্বয়ের সীমা আছে	গড় করহারের বেশি ক্রেডিট নেওয়া যাবে না